দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 01 OCT 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

শিক্ষাঙ্গন

পলিটেকনিক শিক্ষা আবার সংকটাপন্ন

দেশের ১৭টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের শিক্ষক-কর্মচারীগণ সংশ্লিষ্ট খাতে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ থাকা সত্ত্বেও প্রশাসনিক লাল ফিতার দৌরাত্ম্যের কারণে ২য় শিফ্টের জন্য তাদের প্রাপ্য সম্মানী ভাতা প্রায় দেড় বছর যাবত পাচ্ছেন না। একটি স্বাধীন দেশের জন্য এরচেয়ে লজ্জাকর সংবাদ আর কি হতে পারে?

মহামান্য রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের ঐকান্তিক সদিচ্ছা ও দেশপ্রেমমূলক সিদ্ধান্তের মধ্যদিয়ে বিভিন্ন মহলের বিরোধিতা থাকা সত্ত্বেও পলিটেকনিকসমূহে ১৯৮৩ সালে ২য় শিফ্ট প্রকল্পটি চালু হয়। দেশ যখন নতুন নতুন পলিটেকনিক তৈরী করতে পারছে না, জাতি যখন বেশী পরিমাণে দক্ষ জনশক্তির চাহিদা অনুভব করছে, তখন এই ধরনের সময়োচিত সিদ্ধান্তের কারণে এ দেশের সচেতন নাগরিকগোষ্ঠী উৎসাহিত না হয়ে পারেননি।

পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের বৈষয়িক সুবিধাদির অধিকতর ব্যবহার ও একই শিক্ষক-কর্মচারীদের মাধ্যমে ২য় শিফ্ট প্রোগ্রাম চালানোর অতিরিক্ত পরিশ্রমের জন্য সরকার শিক্ষক-কর্মচারীগণের জন্য মূল বেতনের ৫০% সম্মানী ভাতা ঘোষণা করেন। সেই থেকে তারা নিয়মিত তা পেয়ে আসছিলেন। কিন্তু ১৯৮৫ সালে নতুন জাতীয় বেতন স্কেল ঘোষণার কিছুদিন পর থেকে সিদ্ধান্তটির ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে সম্মানীভাতা প্রদান বন্ধ করে দেয়া হয়। জানা যায়, পলিটেকনিক শিক্ষকদের প্রতিনিধিত্বকারী প্রতিষ্ঠান 'পলিটেকনিক শিক্ষক সমিতি'র কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ বিষয়টি নিয়ে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়সহ সকল উর্ধ্বতন মহলে ব্যাপকভাবে দেন-দরবার করেন। যার ফলশ্রুতিতে প্রায় তিন মাস আগে এ সংক্রান্ত ফাইলটি শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে মাহামান্য রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্য তাঁর দপ্তরে পাঠানো হয়েছে।

কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এখনও পর্যন্ত এই জটিলতার অবসান হয়নি।

এদিকে সাম্প্রতিক ভয়াবহ বন্যার কারণে অনেকের সাথে পলিটেকনিক শিক্ষক-কর্মচারীরাও ক্ষতিগ্রস্ত। বন্যা পরবর্তী পুনর্বাসনের জন্য এই বকেয়া পাওনা তাদের অনেকটা উপকারে আসতে পারতো। সম্প্রতি শিক্ষা-কর্মচারীদের মাঝে হতাশার ভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে এবং হতাশা থেকে ইতিমধ্যেই পলিটেকনিক শিক্ষক সমিতি ১৫ অক্টোবর পর্যন্ত সময়সীমা বেধে দিয়ে মহামান্য রাষ্ট্রপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। একটি জাতীয় দৈনিকে এ সংক্রান্ত একটি আবেদন প্রকাশিতও হয়েছে।

এমতাবস্থায় ২য় শিফ্টের একজন ছাত্রের অভিভাবক হিসেবে আমি শংকিত হয়ে পড়েছি। তার কারণ দেশের রাজনৈতিক অস্থিতিশীল পরিবেশ, শিক্ষাঙ্গনের সাম্প্রতিক ভয়াবহ নৈরাজ্য ও পলিটেকনিক ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারীদের হায়ার ডিপ্লোমা সংক্রান্ত আন্দোলনের ফলে এমনিতেই বিক্ষাবর্ষ অনেক পিছিয়ে গেছে।

হাঁটি হাঁটি পা পা করে ১৯৮২ সালে ভর্তি হয়ে আমার সন্তান এখন চূড়ান্ত বর্ষের চূড়ান্ত পর্বে অধ্যয়ন করছে। শেষ মুহূর্তে এসে যদি শিক্ষক-কর্মচারীদের সম্মানীভাতা সংক্রান্ত প্রশাসনিক জটিলতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে দীর্ঘসূত্রীতার কারণে পলিটেকনিক শিক্ষাঙ্গন আবার অশান্ত হয়ে উঠে তবে আমাদের মতো স্বল্প আয়ের অভিভাবকদের দুর্ভাগ্যকে দায়ী করা ছাড়া কিছু বলার থাকবে না।

তাই একজন সচেতন অভিভাবক হিসেবে আমি পলিটেকনিক শিক্ষক-কর্মচারীদের ২য় শিফ্টের জন্য প্রাপ্য সম্মানীভাতা সংক্রান্ত জটিলতার আশু সমাধান কামনা করছি।

মোঃ রফিকুল ইসলাম,
গ্রামঃ রূপগঞ্জ,
উপজেলাঃ রূপগঞ্জ,
নারায়ণগঞ্জ।